দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

JUL 27 2002

সকল পরীক্ষা স্থগিত ❑ তিনটি তদন্ত কমিটির কাজ শুরু

ছুটির দিনেও ঢাঃ বিঃ ক্যাম্পাস প্রতিবাদমুখর

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ বিক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদ বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। শামসুন্নাহার হলে ছাত্রীসহ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর পুলিশী হামলার প্রতিবাদে এবং ভিসি ও প্রক্টরের অপসারণসহ ৬ দফা দাবীতে গতকাল (শুক্রবার) ছুটির দিনেও ক্যাম্পাস ছিল প্রতিবাদমুখর। নির্যাতনবিরোধী ছাত্রছাত্রীবৃন্দের ব্যানারে সকালে ক্যাম্পাসে এবং বিকেলে হলে বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ হয়। গতকাল দু'টি বিভাগের নির্ধারিত ভাইভা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে দেয়নি বিক্ষোভকারীরা। আজ আহূত বিক্ষোভ মিছিল ও সংহতি সমাবেশে ক্যাম্পাস ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে। সমাবেশ থেকে ৬ দফা দাবীতে আন্দোলনের পরবর্তী কঠোর কর্মসূচী ঘোষণা করবে প্রতিবাদী ছাত্র-ছাত্রীরা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আজ ও আগামীকাল অনুষ্ঠেয় সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পুলিশী হামলার ঘটনায় গঠিত তিনটি তদন্ত কমিটি তাদের কাজ শুরু করেছে। নীল দলের শিক্ষকরা আজ শিক্ষক সমিতিতে তলবী সভা আহ্বান করেছেন। এদিকে, পুলিশী হামলার প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠনের নিন্দা ও প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীরা গতকাল ভাষা ইনস্টিটিউটের পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য সকাল সাড়ে ৯টায় অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জমায়েত হয়। কয়েকশ' ছাত্র-ছাত্রীর সমাবেশে ছাত্রলীগ ও বাম ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরাও যোগ দেয়। সমাবেশে ছাত্রী হলে ও ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর পুলিশী হামলার জন্য ভিসি ও প্রক্টরকে দায়ী করে তাদের অপসারণ দাবী করা হয়। বক্তাগণ অবিলম্বে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারসহ ৬ দফা পূরণের জোর দাবী জানায়। সমাবেশ চলাকালে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে খবর আসে যে, কলাভবনে ইতিহাস বিভাগের অনার্স ২য় বর্ষের মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে সমাবেশে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

৭-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

ছুটির দিনেও ঢাঃবিঃ ক্যাম্পাস প্রতিবাদমুখর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তৎক্ষণাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের একটি দল কলাভবনে গিয়ে ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যানকে পরীক্ষা বন্ধ করে দিতে বললে তিনি মৌখিক পরীক্ষা বন্ধ করে দেন। চেয়ারম্যান জানান, ছাত্রীরা গ্রামের বাড়ীতে যেতে চায় এবং এক্সটারনাল পরীক্ষক চলে যাবেন, এ কারণে গতকাল ছুটির দিনে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এরপর ছাত্র-ছাত্রীরা ভাষা ইনস্টিটিউটে নির্ধারিত পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য ইনস্টিটিউটের সামনে আসে। কিন্তু সেখানে দেখা যায় কর্তৃপক্ষ আগেই নোটিশ দিয়ে আগামীকাল পর্যন্ত নির্ধারিত সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে। এরপর ছাত্রছাত্রীরা সায়েন্স এনেক্স ভবনে পরিসংখ্যান বিভাগের একটি মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার খবর পেয়ে মিছিলসহকারে সেখানে রওয়ানা দেয়। মিছিলে ভিসি ও প্রক্টরের অপসারণের দাবীসহ প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দেয়া হয়। ছাত্রছাত্রীরা ভিসির ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন প্রদর্শন করে। পুলিশী প্রহরায় মিছিলটি সায়েন্স এনেক্সে আসলে ছাত্রছাত্রীদের একটি দল পরিসংখ্যান বিভাগের চেয়ারম্যানকে মৌখিক পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করলে সাথে সাথেই তা বন্ধ করা হয়। চেয়ারম্যান সাংবাদিকদের জানান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা এক্সটার্নাল পরীক্ষক গতকালই চলে যাওয়ার কথা থাকায় ছুটির দিনে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল। আন্দোলনকারী সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ছুটির দিনেও পরীক্ষা গ্রহণ বন্ধ করার যে দাবী জানিয়েছে তা তিনি অবগত ছিলেন না বলে জানান। পরে সায়েন্স এনেক্সে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগসহ ৬ দফা দাবী পূরণ না করা পর্যন্ত আন্দোলন থেকে পিছু হটব না। সমাবেশ শেষে ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাসে ফিরে আসে।

এদিকে বিকেলে টিএসসি এলাকায় প্রতিবাদী ছাত্রছাত্রীরা পুনরায় মিছিল ও রাজু ভাস্কর্যের সামনে সমাবেশ করে। আন্তর্জাতিক বিভাগের ছাত্রী পপি সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। সমাবেশ থেকে আজ ক্যাম্পাসে মিছিল ও সংহতি সমাবেশে সকল ছাত্রছাত্রীকে অংশগ্রহণের আহবান জানানো হয়।

আজ মিছিল সমাবেশ

পুলিশী হামলার প্রতিবাদে পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী আজ সকাল ১০টায় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। এ মিছিল সমাবেশ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে চলছে নানা জল্পনা-কল্পনা। কর্মসূচীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। প্রতিবাদ বিক্ষোভ আর উত্তাল মিছিল শ্লোগানে আজ ক্যাম্পাস ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে। আজকের সমাবেশ থেকে ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগসহ ৬ দফা দাবীতে কঠোর কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। ছাত্রলীগও আজ ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করবে।

এদিকে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে কমিটি গঠন করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছে পুলিশী হামলার প্রতিবাদে গত বৃহস্পতিবার চারুকলা ইনস্টিটিউটে কার্টুন ও মানববন্ধনে অংশ নেয়ায় তপু ও সাজুসহ চারুকলার দুই ছাত্রকে রাতে শাহনাজ হল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। ছাত্রদল কর্মী রতন তাদের দু'জনকে বের করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ক্যাম্পাসে পুলিশ-বিডিআর মোতায়েন

আজ ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদ মিছিল সমাবেশকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত ক্যাম্পাস পরিস্থিতিতে বিপুলসংখ্যক আর্মড পুলিশ, বিডিআর ও মহিলা পুলিশ মোতায়েন থাকবে। ক্যাম্পাসের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

আগামীকাল পর্যন্ত ঢাঃবিঃ পরীক্ষাসমূহ স্থগিত

আগামীকাল (রবিবার) পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন ও কার্জন হল কেন্দ্রে অনুষ্ঠেয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স ও সনাতন পদ্ধতির সকল পরীক্ষা এবং আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের পরীক্ষাসমূহ অনিবার্য কারণশতঃ স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। স্থগিত পরীক্ষার সময়সূচী যথাসময়ে ঘোষণা করা হবে। পরীক্ষা সময়সূচীর অন্যান্য অংশ অপরিবর্তিত থাকবে।

ছাত্রলীগ ও বাম ছাত্র সংগঠনের মাঝে বাকবিতণ্ডা

আন্দোলনের ব্যাপারে গতকাল দুপুরে আইবিএ প্রাঙ্গণে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের এক সভায় ছাত্রলীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের নেতাকর্মীদের মাঝে তীব্র বাকবিতণ্ডা হয়। জানা গেছে, গতকাল ছাত্রছাত্রীদের মিছিলে ছাত্রলীগের বেশ কিছুসংখ্যক নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আপত্তি তোলে। তারা বলে, মিছিলে ছাত্রলীগের এত কর্মী কেন? এটি কি ছাত্রলীগের মিছিল। এ সময় কুয়েত মৈত্রী হলের ছাত্রলীগ নেত্রী অন্তরা বলেন, এখানে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে সকলে এসেছে। তখন ছাত্র ফেডারেশনের নেতা জহিরুল হক মেসবাহ বলে ওঠেন, গত পাঁচ বছরে যারা রক্ত চুষে খেয়েছে সেসব কালার ফিগারদের আমরা চিনি। এক পর্যায়ে তীব্র বাকবিতণ্ডা শুরু হলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়। সভায় ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক ও মেসবাহ কামাল বক্তব্য রাখেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল দলের শিক্ষকরা আজ শিক্ষক সমিতির তলবী সভা আহবান করেছে। তলবী সভায় পুলিশী